SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

মীমাংসাদর্শনে যজ্ঞীয়হিংসার বৈধতা বিচার

অনীশ দাশ

সারসংক্ষেপঃ

নীতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলঃ মানবের ইষ্টসাধনের নিমিত্ত মানবেতর প্রাণীহত্যা করা কি ন্যায়তঃ গ্রাহ্য? ভারতীয় দর্শনেও প্রাণীহত্যা বিষয়ে এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে, শ্রুতি একস্থলে বলেছেন, সকল প্রাণীর প্রতি হিংসাই অকর্তব্য (*মা হিংসাৎ সর্বভূতানি*) এবং অন্যত্র শ্রুতিই যজ্ঞস্থলে পশুহত্যাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন (*অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত*)। ফলতঃ সংশয় হয় বৈদিক মতে যদি পশুহত্যা বিষয়ে স্ববিরোধী বক্তব্য উপস্থাপিত হয় তবে সমগ্র বৈদিক বাক্যের প্রামাণ্য বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হবে। মীমাংসাদর্শন উৎসর্গ–অপবাদন্যায় অধ্যাহারকরতঃ উল্লিখিত আশঙ্কার মীমাংসা ক'রে বলেছেন, যজ্ঞস্থল ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে মানবেতর প্রাণীহত্যা নৈতিক অপরাধ। কিন্তু প্রশ্ন হয়, নিজ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অন্য জীবহত্যা কতদূর ধর্মসঙ্গত? প্রদর্শিত হয়েছে যে, "ধর্ম" বলতে মীমাংসক বুঝিয়েছেন সেই প্রকারের বৈদিক বিধিনির্দিষ্ট কর্মকে যা আমাদের বলবৎ অনিষ্টের বিরোধী ইষ্টসাধনতাই উৎপন্ন করে। কিন্তু তথাপি প্রশ্ন ওঠে, এখানে স্বর্গ প্রভৃতির কামনায় যে পশুহত্যা প্রশংসিত হচ্ছে নৈতিকভাবে তাকেই বা কেন অঙ্গীকার করতে হবে? কারণ, এখানেও অন্য জীবের প্রাণের অধিকারের তুলনায় মানুষের প্রাণের মূল্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমরা *মীমাংসান্যায়পরিভাষা, মনুসংহিতার মেধাতিথিভাষ্য* প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনকরতঃ পরিসংখ্যাবিধির আলোচনা ক'রে প্রদর্শন করা হয়েছে এই যে ব্যক্তিচরিত্রে পশুমাংসাহার সর্বাংশে দূরীভূত করা সম্ভব নয় ব'লেই শাস্ত্র নির্দিষ্ট কিছু প্রাণীহত্যায় সনিয়ম বিশেষ বৈধতা দিয়েছেন। ফলতঃ মীমাংসাশাস্ত্রেও যজ্ঞীয় পশু হত্যারূপ পরিসংখ্যা বিধিটি যথেচ্ছাচার পশুহত্যার প্রতি জীবের নিবৃত্তিসূচক কর্তব্যতাই সূচিত করে।

মূল শব্দবন্ধঃ উৎসর্গ, অপবাদ, ধর্ম, বিধি, পরিসংখ্যাবিধি, শ্রুতহানি, অশ্রুত কল্পনা, প্রাপ্তবাধ, পরিমিত প্রবৃত্তি